

গুণ্ডা

আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনেরো হবে। দেহদৌর্ভাগ্যের সব কিছু আমার তখনো অজ্ঞাত। আমরা ঢাকা শহরে থাকি। আর লম্বা ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গৌশাম গ্রামের বাড়ির যাওয়া খেতে। গ্রামে আমার বয়সী মামাতো ভাই-বোন আছে। গ্রামের টিনের ঘরগুলোর এককেই ঘরে দুটি বা তিনটি পর্যন্ত খাট বিছিয়ে ঘুমোনো হয়। আমি শহর থেকে গেছি বলে আমার জন্য একটু আশাশ্রয় সন্মান। আমাকে এক খাটে একাই ঘুমাতে দেয়া হলো। আর বিছানা গোছগাছ করে আমাকে ঘুমাতে দিয়ে গেল আমার মামাতো বোন গুণ্ডা।

সে ঘুমালো পাশের খাটে আমার মামাতো বোনের সঙ্গে। বয়সে গুণ্ডা আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। তার বয়স তখন মোল কি সতেরো হবে। শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমালেও টিনের চালার ঘরে একটু শীত শীত করছিল। হঠাৎ গভীর রাতে আমাকে জাপটে ধরে একটি বলিষ্ঠ দেহ ফিশ ফিশ করে বলে উঠলো শীত করছে ? <http://pochagolpo.blogspot.com>

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে কম্বলের মধ্যে ঢুকে আমাকে সজোরে জাপটে ধরে বললো 'শ! 'শ! চুপ।

আমি 'গুণ্ডা' তোমার শীত দূর করবো। তুমি ঘুমাও।

আমার কেমন জ্বালা ভয় করছিল। তার শরীরটা তখন অনেক গরম। তবে এভাবে কোনো মেয়ে আঠেপুঠে জড়িয়ে ধরলে কি করতে হয় সেটা আমার জানা ছিল না। সে কালে কালে বললো ' নৌকা চালাবে মাঝি ? বললাম আমি নৌকা চালাতে জানিনা।

গুণ্ডা বললো, আমি শিখিয়ে দেবো, তুমি শুধু শক্ত হাতে বৈঠা মারবে।

ইতিমধ্যে আমার ঠোঁট দুটি সে কামড়ে ধরেছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল জোরে চিৎকার দিই, কিন্তু শরীরে কি যেন এক আবেশ খেলে যাচ্ছিল। আমার শরীর ভয়ে কাঁপছিল। এরপর গুণ্ডা বললো এইতো ভাল ছিলে, এবার মাঝি তোমার বৈঠা বাও। আমি বোবার মতো নিখর। আমাকে নিচে রেখে বিশাল পুরুট গুণ্ডার দেহটা কেবল কাপছে। চার-পাচ মিনিট পর বৃষ্টি নামলো। নৌকা চলা ব হলো। এবার সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নরম দুটি ঠোঁট দিয়ে আমার নাকে একটা চুমু দিয়ে বললো, বড় অদৃষ্ট মাঝি তুমি। আরো শক্ত হাতে বৈঠা চালাতে হয় ? ঘুমাও। এরপর গুণ্ডা চলে গেল পাশের খাটে। আমি অনেক কষ্ট করে বুঝলাম আজকের এ নৌকা বাইচ আসলে কল্পনা নয়, বাস্তব।

Click here to access this Book :

[FREE DOWNLOAD](#)







